Sanatan Dharma

রথযাত্রার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

কৃষ্ণ আর জগন্নাথ কি এক?
জগন্নাথ নামে তাঁকে ব্রহ্মাণ্ডের, স্বর্গ, পৃথিবী এবং পাতাল এই তিন জগতের অধিপতি বলা হয়। তিনি ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার ভগবান কৃষ্ণেরও একজন রূপ । জগন্নাথ বিষ্ণুর অনেক গুণাবলীর অধিকারী, যিনি ভগবান ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষক।
জগন্নাথের রথযাত্রা কেন পালন করা হয়?
জগন্নাথ রথযাত্রা কী? জগন্নাথ রথযাত্রা হল একটি বার্ষিক হিন্দু উৎসব যা ভগবান জগন্নাথ, তাঁর বড় ভাই ভগবান বলভদ্র এবং তাঁর ছোট বোন দেবী সুভদ্রার ওড়িশার পুরীতে তাদের নিজ মন্দির থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে গুন্ডিচায় তাদের মাসির মন্দিরে যাত্রা উদযাপন করে।
রথযাত্রার উপসংহার কি?
শ্রীকৃষ্ণের মামা, দুষ্ট অত্যাচারী কংসই অক্রুরকে রথের সাথে করে গোকুলে পাঠিয়েছিলেন মথুরায় একটি কুস্তি প্রতিযোগিতার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ জানাতে। উপসংহারে, রথযাত্রা উৎসবে তাঁর ভাই বলরাম এবং তাঁর বোন সুভদ্রার সাথে রথে চড়ে শ্রীকৃষ্ণের বহু যাত্রার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ।
জগন্নাথের চোখ বড় কেন?
ভগবান জগন্নাথের বৃহৎ, প্রশস্ত চোখ ভক্তদের আত্ম-প্রতিফলন এবং আত্মদর্শনকে উৎসাহিত করে । ভক্তরা যখন তাঁর চোখের দিকে তাকান, তখন তারা তাদের কর্ম, কর্ম, মনের অবস্থা, তাদের উত্থান-পতন এবং সেই সাথে তারা যে বিষয়গুলির জন্য কৃতজ্ঞ তা নিয়ে ভাবতে অনুপ্রাণিত হন।
জগন্নাথের চার ধাম কি কি?
চারধাম হল ভারতের চারটি তীর্থস্থান যেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান রয়েছে। এই চারটি স্থান হল রামেশ্বরম, জগন্নাথ-পুরী, বদ্রীনাথ-কেদারনাথ এবং দ্বারকা । আদি শঙ্করাচার্য চারধাম শব্দটিকে তিনটি বৈষ্ণব, একটি শৈব এবং শেষটি মিশ্র রাষ্ট্র হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।
জগন্নাথ শব্দের অর্থ কি?
জগন্নাথ একটি সংস্কৃত শব্দ, যা জগৎ অর্থ "বিশ্ব" এবং নাথ অর্থ "প্রভু" বা "প্রভু" দিয়ে গঠিত। সুতরাং, জগন্নাথ অর্থ " বিশ্বের প্রভু "।
জগন্নাথের পতাকার প্রতীক কি?
নীল চক্র, একটি নীল চক্রের মতো প্রতীক , পতাকার একটি মূল বৈশিষ্ট্য, যা ভগবান জগন্নাথের শাশ্বত শক্তি এবং মহাবিশ্বের মহাজাগতিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। পতাকাটিকে মন্দিরের জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক ঢাল হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা দেবতাদের সুরক্ষা এবং আশীর্বাদ নিশ্চিত করে।
জগন্নাথ দেবের চক্রের নাম কি?
কিন্তু মন্দিরের ভেতরে সুদর্শন চাকার আকৃতিতে নয়, বরং ভগবান জগন্নাথের মূর্তির বাম দিকে স্থাপিত একটি ছোট কাঠের স্তম্ভের আকারে। বিশ্বাস করা হয় যে একই সুদর্শন মন্দিরের শীর্ষেও রয়েছে এবং নীলচক্র নামে পরিচিত।
পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পতাকা বাতাসের বিপরীত দিকে ওড়ে?

Published on: Jun, 27 2025 17:27

অনেক উপাসকের দৃষ্টিতে, বাতাসের বিরুদ্ধে পতাকার বিরোধিতা স্বয়ং ভগবান জগন্নাথের পরাক্রমশালী উপস্থিতির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। প্রাচীন মন্দিরের কাহিনী অনুসারে, মন্দিরটি অতিপ্রাকৃত শক্তির আশীর্বাদপ্রাপ্ত যা নিশ্চিত করে যে পতাকার চলাচল সর্বদা প্রাকৃতিক বাতাসের বিপরীতে থাকে।

জগন্নাথ মন্দির ১৮ বছর বন্ধ থাকবে?

গত ১,৮০০ বছর ধরে, মন্দিরের ৪৫ তলা গম্বুজে উঠে পতাকা প্রতিস্থাপন করা একজন সাধুর জন্য ঐশ্বরিক ঐতিহ্য। যদি এই পবিত্র রীতি কখনও ব্যাহত হয়, এমনকি একদিনের জন্যও, প্রাচীন রীতি অনুসারে মন্দিরটি ১৮ বছরের জন্য বন্ধ থাকবে।

জগন্নাথ পুরী দর্শনের সুফল?

পুরী জগন্নাথের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব গভীর। এটি ভক্তদের জন্য ঈশ্বরের সাথে সরাসরি যোগাযোগের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য একটি স্বর্গীয় প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে । সকালের প্রার্থনা থেকে শুরু করে সন্ধ্যার নৈবেদ্য পর্যন্ত মন্দিরের আচার-অনুষ্ঠানগুলি তীর্থযাত্রীদের গভীর আধ্যাত্মিক সংযোগ এবং শুদ্ধিকরণের

জগন্নাথ দেব ঘুমায় না কেন?

স্পষ্টতই, ভগবান জগন্নাথ প্রতি রাতে এই বিশেষ বেগুন বাগানে হেঁটে যেতেন মহিলার গাওয়া দশাবতার স্তোত্রম (জয়দেবের লেখা গীতগোবিন্দ থেকে) শোনার জন্য। তাঁর মধুর গান না শুনে তিনি ঘুমাতে পারতেন না । প্রভু সেই স্তোত্রটি শুনতে ভালোবাসতেন।

জগন্নাথ দেবের জ্বর কেন হয়?

নারদ পুরাণে বলা হয়েছে যে , শীতল বাতাসের সংস্পর্শে আসার কারণে স্নানযাত্রার ঠিক পরেই দেবতাদের ঠান্ডা লাগে এবং জ্বর হয়। সুস্থ হওয়ার জন্য, জগন্নাথ বলনধ্র এবং সুভদ্র দুই সপ্তাহ ধরে একান্তে থাকেন এবং শবরদের বংশধর দয়িত বা দতৈপতি নামে বিশেষ সেবকদের দ্বারা তাদের সেবা করা হয়।

জগন্নাথ মন্দির কি ১৪ দিন বন্ধ থাকবে?

স্নান পূর্ণিমার পর জগন্নাথ মন্দির ১৪ দিনের জন্য বন্ধ থাকে, এই সময় দেবতারা অসুস্থ থাকেন এবং অনাসর নামে পরিচিত সময়কালে আরোগ্যলাভের চিকিৎসা গ্রহণ করেন বলে বিশ্বাস করা হয়।

জগন্নাথ পুরীতে কি কৃষ্ণের হৃদয় আছে?

মন্দিরের সাথে জড়িত সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর বিশ্বাসগুলির মধ্যে একটি হল যে ভগবান কৃষ্ণের হৃদয় এখনও এর পবিত্র দেয়ালের মধ্যে স্পন্দিত হয় । কিংবদন্তি অনুসারে, কৃষ্ণের শারীরিক মৃত্যুর পরেও, তাঁর হৃদয় অবিনাশী ছিল এবং মন্দিরের মধ্যে একটি ঐশ্বরিক ধ্বংসাবশেষ হিসাবে সংরক্ষিত ছিল।

Published on: Jun, 27 2025 17:27